অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং মজুত বিরোধী) আইন, ১৯৫৩

(১৯৫৩ সনের ১২ নং আইন)

সূচিপত্র

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন

২। সংজ্ঞা

৩। মূল্য নির্ধারণের এবং মূল্য চিহ্নিতকরণের ক্ষমতা

৪। সর্বোচ্চ মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয়, বিক্রয় ইত্যাদি, নিষিদ্ধ

৫। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের দখল নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা

৬। বাণিজ্যের জন্য লাইসেন্স গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা

৭। নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট বিক্রয়ের বাধ্যবাধকতার ক্ষমতা

৮। বিক্রয় বন্ধ রাখিবার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা

৯। হিসাব সংরক্ষণ, ইত্যাদি এবং গুদামের নিবন্ধন করিবার নির্দেশের ক্ষমতা

১০। প্রবেশ, পরিদর্শন, তল্লাশি, ইত্যাদির ক্ষমতা

১১। সরকারি ক্রয়, ইত্যাদির ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না

১২। অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা

১৩। দণ্ড

১৪। প্রচেষ্টা ও সহায়তা

১৫। ক্ষমতা অর্পণ

১৬। সরকারি কর্মচারী

১৭। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

১৮। দায়মুক্তি

১৯। রহিতকরণ ও হেফাজত

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং মজুত বিরোধী) আইন, ১৯৫৩

(১৯৫৩ সনের ১২ নং আইন)

[৫ই অক্টোবর, ১৯৫৩]

কতিপয় নির্দিষ্ট সংখ্যক অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহ ও বিতরণ এবং ব্যবসা ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।[♣]

যেহেতু কতিপয় নির্দিষ্ট সংখ্যক অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহ ও বিতরণ এবং ব্যবসা ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং মজুত বিরোধী) আইন, ১৯৫৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র [১][বাংলাদেশে] প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "অত্যাবশ্যকীয়" অর্থ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫৬ এর ধারা ২ এর সংজ্ঞাধীনে [২][***] অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ব্যতীত অন্যান্য পণ্য যাহা সরকার, সময় সময়, প্রজ্ঞাপন দ্বারা অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হিসাবে ঘোষণা করে, যাহার ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে;

(খ) "পরিবার" অর্থে ব্যক্তিগত বসত ভিটায় বসবাসকারী এবং একসঙ্গে আহার গ্রহণকারী সকল ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(গ) "প্রজ্ঞাপন" অর্থ সরকারি গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন;

(ঘ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(ঙ) "খুচরা বিক্রেতা" অর্থ এমন কোনো ব্যবসায়ী যিনি ভোক্তার নিকট সরাসরি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিক্রয় করেন;

(চ) "ব্যবসায়ী" অর্থ কোনো অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ক্রয়, বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য মজুদ কাজে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি; এবং

[♣] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ৩ ধারা এবং ২য় তপশিল দ্বারা আইনের সর্বত্র "প্রাদেশিক সরকার" শব্দগুলির পরিবর্তে "সরকার" শব্দ প্রতিস্থাপিত।

[১] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা "পূর্ব পাকিস্তান" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ" শব্দ প্রতিস্থাপিত।

[২] বাংলাদেশ (বিদ্যমান আইনসমূহের অভিযোজন) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৪৮) এর অনুচ্ছেদ ৬ দ্বারা "পূর্ব পাকিস্তান" শব্দগুলি বিলুপ্ত।

(ছ) "পাইকারি বিক্রেতা" অর্থ খুচরা বিক্রেতা ব্যতীত কোনো ব্যবসায়ী।

৩। মূল্য নির্ধারণের এবং মূল্য চিহ্নিতকরণের ক্ষমতা।- (১) সরকার, সময় সময়, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, খুচরা বিক্রেতা, পাইকারি বিক্রেতা বা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সর্বোচ্চ যে দরে বিক্রয় করিতে পারিবে উহা নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে [১][দেশের] বিভিন্ন এলাকার জন্য আলাদা আলাদা মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

(২) সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো ব্যবসায়ীকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্যে চিহ্নিতকরণের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী তদনুসারে উক্ত মূল্য নির্ধারণ করিবে। উক্ত ব্যবসায়ী উক্ত উপ-ধারার অধীন অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সর্বোচ্চ মূল্য তালিকা দোকানের বা গুদামের দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপনে কোন্ তারিখ হইতে এবং কত সময়ের জন্য সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারিত হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

৪। সর্বোচ্চ মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয়, বিক্রয় ইত্যাদি, নিষিদ্ধ।- (১) অন্য কোনো চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সর্বোচ্চ মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে কোনো খুচরা বিক্রেতা বা পাইকারি বিক্রেতা ক্রয় বা বিক্রয়, কিংবা সরবরাহ করা বা সরবরাহ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(২) ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন যে সকল অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সবোর্চ্চ মূল্য চিহ্নিত করা আবশ্যক সেই সকল পণ্যের সর্বোচ্চ মূল্য চিহ্নিত না করা পর্যন্ত কোনো ব্যবসায়ী উক্ত পণ্য বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব কিংবা প্রদর্শন করিতে পারিবেন না।

৫। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের দখল নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা।- (১) সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, কোনো পরিবার, পাইকারি বিক্রেতা খুচরা বিক্রেতা প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্টকৃত পরিমাণের অতিরিক্ত পরিমাণ কোনো অত্যাবশ্যকীয় পণ্য স্বীয় দখলে বা নিয়ন্ত্রণে বা অধীনে রাখিতে পারিবে না।

ব্যাখ্য।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিবারের কোনো সদস্যের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা অর্থ উক্ত পরিবারের সকল প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যদের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সম্পর্কে প্রজ্ঞাপন জারির তারিখে যদি, কোনো পরিবার, পাইকারি বিক্রেতা বা খুচরা বিক্রেতার নিকট বা তাহার দখলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত পরিমাণের অতিরিক্ত অত্যাবশ্যকীয় পণ্য থাকে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পরিবারের প্রধান ব্যক্তি, পাইকারি বিক্রেতা বা খুচরা বিক্রেতা অবিলম্বে সরকার বা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট উক্ত বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করিবে এবং সরকার বা উক্ত কর্মকর্তা যেরূপ নির্দেশ প্রদান করিবে সেইরূপে অতিরিক্ত পণ্য গুদামজাতকরণ, বিতরণ বা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৬। বাণিজ্যের জন্য লাইসেন্স গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।- সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে এবং ফি পরিশোধ সাপেক্ষে সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের অধীন, এবং উহার শর্ত অনুসরণ ব্যতীত কোনো ব্যবসায়ী বা ব্যবসায়ী শ্রেণি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ব্যবসা করিতে পারিবে না। এইরূপ লাইসেন্সের জন্য আবেদনের সহিত নির্ধারিত ফি জমা প্রদান করিতে হইবে।

---

[১] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা "প্রদেশ" শব্দের পরিবর্তে "দেশ" শব্দ প্রতিস্থাপিত।

৭। নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট বিক্রয়ের বাধ্যবাধকতার ক্ষমতা।- সরকার, লিখিতভাবে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, আদেশে উল্লিখিত অবস্থা এবং পারমিটের অধীন, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য মজুদকারী ব্যবসায়ীকে ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্যের অধিক নয় এইরূপ মূল্যে তাহার মজুদের সম্পূর্ণ বা নির্দিষ্ট অংশ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি-শ্রেণির নিকট বিক্রয়ের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী উক্ত আদেশ প্রতিপালন করিবেন।

৮। বিক্রয় বন্ধ রাখিবার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা।- কোনো ব্যবসায়ী, সরকার কর্তৃক পূর্বেই অনুমতি প্রাপ্ত না হইলে, তাহার ব্যবসার সাধারণ চর্চার সহিত সাংঘর্ষিক নহে এইরূপ পরিমাণ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য কোনো ব্যক্তির নিকট বিক্রয় বন্ধ রাখিতে বা বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

৯। হিসাব সংরক্ষণ, ইত্যাদি এবং গুদামের নিবন্ধন করিবার নির্দেশের ক্ষমতা।- (১) সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা, লিখিতভাবে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা,–

(ক) কোনো ব্যবসায়ীকে নির্ধারিত ফরমে এবং পদ্ধতিতে কোনো লেনদেন সম্পর্কিত হিসাব সংরক্ষণ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন;

(খ) কোনো ব্যবসায়ীকে নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে এবং কর্মকর্তার নিকট কোনো লেনদেন সম্পর্কিত হিসাব, রিটার্ন, প্রতিবেদন বা বিবৃতি দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন;

(গ) কোনো ব্যবসায়ীকে নির্ধারিত ফি পরিশোধ করিয়া এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও সময়ের মধ্যে তাহার মজুদ গুদামের মজুদ নিবন্ধনের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন; এবং

(ঘ) কোনো ব্যবসায়ীকে তাহার ব্যবসা কেন্দ্রে ঝুলন্ত নোটিশ বোর্ডে তাহার মুজদে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের দৈনন্দিন মজুদ প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) কোনো ব্যবসায়ী যাহার গুদাম উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) অনুযায়ী নিবন্ধিত হইয়াছে সেই গুদাম ব্যতিত অন্য কোথাও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য গুদামজাত করিতে পারিবেন না।

১০। প্রবেশ, পরিদর্শন, তল্লাশি, ইত্যাদির ক্ষমতা।- সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা–

(ক) কোনো অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ক্রয়, বিক্রয়, হস্তান্তর বা মজুতের জন্য কোনো প্রাঙ্গণ, তাবু, জাহাজ বা যানবাহন ব্যবহৃত হয় বা হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করিলে উক্ত স্থানে প্রবেশ ও পরিদর্শন করিতে পারিবেন;

(খ) এই আইনের পরিপন্থি কিছু সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিলে, কোনো প্রাঙ্গণ, তাবু, জাহাজ বা যানবাহনে প্রবেশ ও তল্লাশি করিতে পারিবেন এবং কন্টেইনারসহ যেকোনো অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন;

(গ) উক্তরূপ প্রাঙ্গণ, তাবু বা জাহাজের মালিক, দখলকারী বা দায়িত্বরত অন্য ব্যক্তিকে, বা কোনো ব্যবসায়ীকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ক্রয়, বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য মজুত সংশ্লিষ্ট কোনো বহি, হিসাব, ভাউচার বা অন্যান্য দলিল অথবা লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যেরূপ তলব করিবেন সেইরূপে উপস্থাপনের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনো পরিবার নিজেদের ভোগের জন্য এবং বিক্রয়ের জন্য নহে এইরূপ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য মজুদ করিয়াছে তাহাদের নিকট হইতে বহি, হিসাব, ভাউচার বা পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত অন্যান্য দলিল তলব করিতে পারিবেন না;

(ঘ) উক্তরূপ লেনদেন সংশ্লিষ্ট কোনো বহি, হিসাব, ভাউচার বা অন্যান্য দলিল পরিদর্শন বা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করাইতে পারিবেন; এবং

(ঙ) উক্তরূপ লেনদেন সংশ্লিষ্ট কোনো নথির সারসংক্ষেপ, বা অনুলিপি সংগ্রহ করিতে বা করাইতে পারিবেন।

১১। সরকারি ক্রয়, ইত্যাদির ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।- [১][সরকার] বা সরকারের পক্ষ হইতে কোনো নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়, গুদামজাতকরণ বা বিতরণের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

১২। অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা।- সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের সকল বা যে কোনো বিধান হইতে যে কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণির ব্যক্তিকে, নির্ধারিত শর্ত, যদি থাকে, সাপেক্ষে, অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

১৩। দন্ড।- যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে তিনি মজুত ও কালো বাজার আইন ১৯৪৮ এর ধারা ৩ অনুযায়ী অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, এবং অনুরূপভাবে উক্ত আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

১৪। প্রচেষ্টা ও সহায়তা।- কোনো ব্যক্তি এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘনের চেষ্টা বা লঙ্ঘনে সহায়তা করিলে, তিনি উক্ত বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

১৫। ক্ষমতা অর্পণ।- সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন দ্বারা বা উহার অধীন সরকারের উপর ন্যস্ত বা আরোপিত কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব, প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত শর্ত সাপেক্ষে, যদি থাকে, কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক প্রয়োগ করিতে বা দায়িত্ব পালন করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৬। সরকারি কর্মচারী।- এই আইনের অধীন কোনো কিছু কবিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি [২][***] দন্ড বিধির ধারা ২১ অনুযায়ী সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন।

১৭। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৮। দায়মুক্তি।- (১) এই আইন এবং উহার অধীন প্রণীত বিধির কোনো বিধানের অনুসরণে সরল বিশ্বাসে কৃত বা অভিপ্রেত কোনো কিছুর জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো মোকদ্দমা, মামলা, বা অন্যান্য আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

(২) এই আইন এবং উহার অধীন প্রণীত বিধির কোনো বিধানের অনুসরণে সরল বিশ্বাসে কৃত বা অভিপ্রেত কোনো কিছুর জন্য কোনো ক্ষতি হইলে বা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিলে, সরকারের বিরুদ্ধে কোনো মোকদ্দমা, মামলা, বা অন্যান্য আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

১৯। রহিতকরণ ও হেফাজত।- [পূর্ব পাকিস্তান রহিতকরণ ও সংশোধন অধ্যাদেশ, ১৯৬৬ (১৯৬৬ সনের পূর্ব পাকিস্তানের ১২ নং অধ্যাদেশ) এর তপশিল এবং ২ ধারা দ্বারা বিলুপ্ত।]

---

১ বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তপশিল দ্বারা "প্রাদেশিক সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার" শব্দগুলির পরিবর্তে "সরকার" শব্দ প্রতিস্থাপিত।

২ বাংলাদেশ (বিদ্যমান আইনসমূহের অভিযোজন) আদেশ ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৫৮) এর ৬ ধারা দ্বারা "পাকিস্তান" শব্দ বিলুপ্ত।